22 Report

যুগান্তর

তারিখ ... 13 JAN 2008 ...

পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ৬ ...

বন্দি ছাত্র শিক্ষকদের মুক্তি দাবিতে আজ থেকে লাগাতার ক্লাস বর্জন

বৃহস্পতিবার আমরণ অনশনে যাবে ছাত্রছাত্রীরা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি ও আগস্ট মাসের ঘটনায় দায়ের করা সব ধরনের মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কর্মসূচি চলছে। শনিবার ক্লাস বর্জন, মৌন মিছিল ও মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে পৃথক ব্যানারে পালিত হয় এসব কর্মসূচি। একই দাবিতে আজ থেকে লাগাতার ক্লাস বর্জন এবং আগামী বৃহস্পতিবার আমরণ অনশনে যাওয়ারও ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া ছাত্র-শিক্ষক এবং নাগরিকের ওপর রাষ্ট্রীয় দমন-নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে বেলা ১১টায় অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন করবে 'জার্নালিস্ট ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড জাস্টিস' নামে একটি সংগঠন। এছাড়া ঢাকার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একই দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে।

ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে 'নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ' এবং 'ছাত্রবন্ধু'র পৃথক ব্যানারে কর্মসূচি পালিত বর্জন : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৮

বর্জন : ক্লাস

(১ম পৃষ্ঠার পর) হয়ে আসছে। এর মধ্যে নির্যাতনবিরোধীরা শনিবার ১০-১২টা ক্লাস বর্জন এবং মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল ও 'ছাত্রবন্ধু'রা কার্জন হল এলাকায় মাথায় লাল কাপড় বেঁধে মানববন্ধন করে। ছাত্রবন্ধুর ডাকে আজ থেকে লাগাতার ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন চলতে না দেয়া, ক্যাম্পাসে রিকশা পর্যন্ত চলতে না দেয়ার কর্মসূচি ছিল। তবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের কথা বিবেচনা করে শনিবার পরীক্ষা বর্জনকে কর্মসূচির বাইরে রাখার ঘোষণা দেয়া হয়। সে অনুযায়ী আজ থেকে শুধু ক্লাস বর্জন কর্মসূচি চলবে। উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত সব পরীক্ষা নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে শনিবার আরেকটি অংশ আগামী বুধবারের মধ্যে কারাবন্দি ছাত্রছাত্রীদের মুক্তির আলটিমেটাম দিয়েছে। পাশাপাশি তারা এই সময়ের মধ্যে পৃথকভাবে কর্মসূচিরত ছাত্রছাত্রীদেরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বুধবারের মধ্যে সরকার কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না দিলে বৃহস্পতিবার থেকে আমরণ অনশনে যাবে তারা। শনিবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

গত ৫ জানুয়ারি থেকে ছাত্রবন্ধু ক্যাম্পাসে শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে কর্মসূচি পালন করে আসছে। ওইদিন তারা উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে মাথায় লাল কাপড় বেঁধে মৌন অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। পরবর্তীতে ৮ জানুয়ারি থেকে কালোব্যাজ ধারণ, ক্লাস বর্জন, মানববন্ধন, মৌন অবস্থানের মতো কর্মসূচিও করেছে। ৯ জানুয়ারি কর্মসূচি পালনকালে অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশে শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের সামনে সমাবেশে ছাত্রবন্ধু'র নেতা ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল আলম ব্যাকুল ঘোষণা করেন, শনিবারের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না মিললে রোববার থেকে তারা লাগাতার ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করবেন। শনিবার কার্জন হল এলাকায় মানববন্ধনকালে তিনি বলেন, তারা আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্ত করতে চান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৭১'র স্বাধীনতা আন্দোলনে পিছপা হয়নি। শিক্ষকদের মুক্তির আন্দোলনেও পিছপা হবে না। তিনি বলেন, অবিলম্বে সরকার ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না দিলে বড় ধরনের কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি বলেন, শিক্ষাজীবনের কথা বিবেচনা করে তারা পরীক্ষাকে কর্মসূচির বাইরে রেখেছেন। আজ থেকে লাগাতার ক্লাস বর্জন করবেন তারা। মানববন্ধনে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শনিবার ১০-১২টা ক্লাস বর্জন ও মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করেছে। দুপুরে মধুর কেন্টিন থেকে মিছিলটি বের হয়ে টিএসসি-দোয়েল চত্বর ঘুরে আবার মধুর কেন্টিনে ফিরে আসে। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তারা নতুন কোন কর্মসূচি ঘোষণা করেনি।

অন্যদিকে দুপুর দেড়টার দিকে মধুর কেন্টিনে সংবাদ সম্মেলন করে সাধারণ ছাত্রছাত্রী নামে আরও একটি অংশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এতে তারা পৃথক প্লাটফর্মে আন্দোলনকারীদের চলমান পরিস্থিতিতে উপাচার্যকে [illegible] দায়ী করার কথা জানান। দুপুরে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, [illegible] সকাল থেকে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কোন কোন মহল ক্যাম্পাস নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে তারা বলেন, ডাকসু কার্যকর থাকলে চলমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। সরকারের প্রতি তারা অবিলম্বে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দাবি করে বলেন, ক্যাম্পাসের সব ধরনের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সঙ্গে একমত। তাদের মনে হচ্ছে, অবিলম্বে কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না দিলে ক্যাম্পাস অচল হয়ে পড়বে। আর এর দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে। সাক্ষাৎকালে ছাত্রদল নেতা ওবায়দুল হক নাসির, আকরামুল হাসান, সাদিউল কবির নীরব, মনিরুল ইসলাম, মামুন বিল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে পৃথক বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টসহ বিভিন্ন সংগঠন কারাবন্দিদের মুক্তি দিয়ে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

জার্নালিস্ট ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড জাস্টিস শাহবাগে গাড়ি পোড়ানোর মামলার চার্জশিট থেকে দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার খোমেনী ইহসান ওরফে গোলাম আজম খোমেনীর নাম বাদ দেয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। মীর রাকিব উন নবী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে খোমেনীকে নির্দোষও দাবি করা হয়। চার্জশিট থেকে খোমেনীর নাম প্রত্যাহার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং নাগরিকের ওপর রাষ্ট্রীয় দমন-নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে আজ বেলা ১১টায় [illegible] অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশে [illegible] সংগঠন [illegible]